লিওনিদ ব্রেঝনেভ

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ক্রোড়পত্র : সোভিয়েত সমীক্ষা

বর্ষ ৮, সংখ্যা ৫২ : ২০ নভেম্বর, ১৯৭৩

"এবং ক্রমশ অভ্যন্তরীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাদির মীমাংসা করে ভারতীয় জনগণ তাঁদের শান্তিকামী পররাষ্ট্র নীতির বনিয়াদকে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী করছেন।"

১৯৭৩, ২৬ অক্টোবর মস্কোতে শান্তির শক্তিগুলির বিশ্ব কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেজনেভ-এর ভাষণ থেকে।
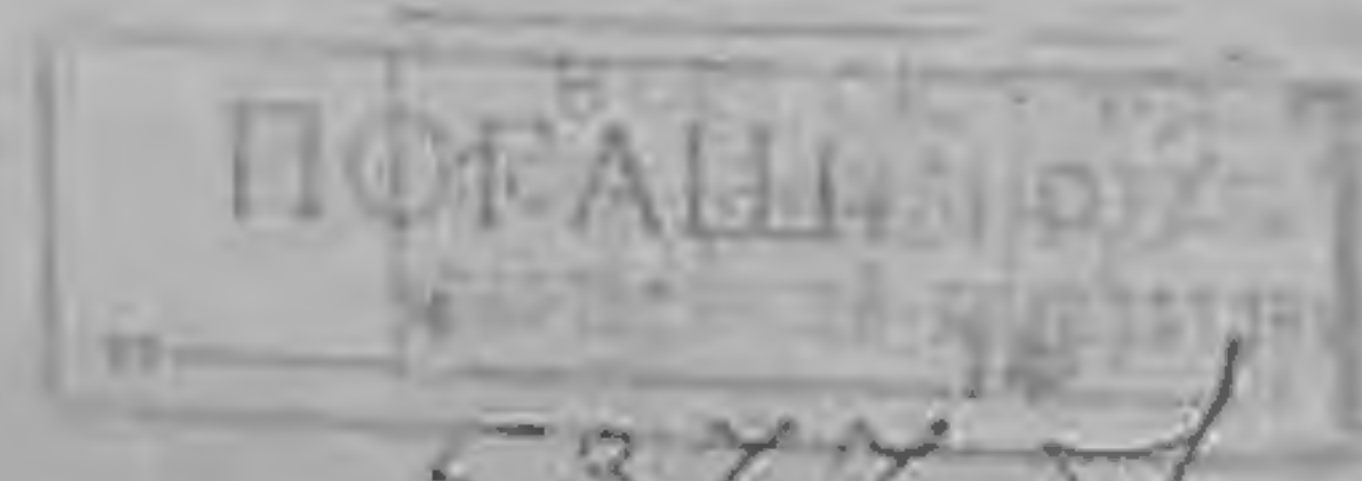
লিওনিদ ইলিচ ব্রেঝনেভ

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক

উক্রাইনের একটি প্রধান ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র দ্নেপ্রোপেত্রোভস্কের দ্নিপ্রোদজের্জিনস্ক শহরে (তখন এর নাম ছিল কামেনস্কোয়ে) ১৯০৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর এক রুশ শ্রমিক পরিবারে লিওনিদ ইলিচ ব্রেঝনেভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সারা জীবন স্থানীয় ইস্পাত কারখানায় কাজ করেছিলেন। পরবর্তী-কালে একটি ধাতুবিদ্যা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক হয়ে লিওনিদ ব্রেঝনেভ সেখানেই ইঞ্জিনিয়ার ও কারখানা সুপারিনটেণ্ডেন্ট হিসাবে কাজ করেন। তাঁর ছোট ভাই আর বোনও সেই একই কারখানায় কাজ করত। ব্রেঝনেভ পরিবার কয়েক পুরুষ ধরে শ্রমিক। ব্রেঝনেভ বলেছেন যে তাঁর পরিবার সেই কার-খানায় মোটামুটি প্রায় একশ বছর ধরে খেটেছেন।

লিওনিদ ব্রেঝনেভের কর্মজীবনের সূচনার সঙ্গে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রথম বছরগুলি মিলে গিয়েছিল। যে জনগণ একেবারে মূলগতভাবে নতুন এক সমাজ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের সর্বপ্রথমে প্রথম মহাযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে বিধ্বস্ত অর্থব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করতে হয়েছিল। নিঃস্বার্থ কর্মোদ্যোগের দ্বারা সোভিয়েত জনগণ পুরানো, পশ্চাৎপদ রাশিয়াকে এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁরা তৈরি করলেন আধুনিক কারখানা, বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র আর বিদ্যালয়, এবং যে জায়গাগুলিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্ষুদ্রাকার, আদিম ধরনের ও প্রায়ই কমসঙ্গতিসম্পন্ন চাষের খামার তাদের দুঃসহ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল সেখানে তাঁরা স্থাপন করলেন বৃহদাকার যৌথ ও যন্ত্রসজ্জিত খামার। লিওনিদ ব্রেঝনেভ যে প্রজন্মের অংশ সেই প্রজন্মটি সোভিয়েত ইউনিয়নে এই কালপর্বেই গড়ে উঠেছিল।

সেই সংকটময় অথচ বীরত্বপূর্ণ কালের উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্দীপিত লিওনিদ ব্রেজনেভ ১৭ বছর বয়সে যুব কমিউনিস্ট লীগে যোগ দেন এবং ১৯২৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী সদস্যপদ ও ১৯৩১ সালে পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন। এখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য হল মুক্ত জনগণের আদর্শ, কমিউনিজম-নির্মাণের আদর্শের জন্য কাজ করা।

কুরস্ক-এ (মধ্য রাশিয়া) ভূমি সংগঠন ও পুনরুদ্ধার বিষয়ে বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে ১৯২৭ সাল থেকে লিওনিদ ব্রেজনেভ কুরস্ক, গুবার্নিয়া ও উরালস-এ শ্রমজীবী কৃষকসমাজের জন্য ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেন। জনগণের মধ্যে এইভাবে কাজ করা, তাঁর কাছে চমৎকার শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। এর থেকে তিনি গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং সংগঠক হিসাবে এটা তাঁর যোগ্যতা প্রকাশ করেছিল ও তার বিকাশ সাধন করেছিল। অল্পকাল পরেই এই তরুণ জমি-জরিপকারীটি স্থানীয় সরকারী সংস্থা জেলা-সোভিয়েতে নির্বাচিত হলেন।

সারা দেশ জুড়ে গড়ে ওঠা নতুন শিল্প সংস্থার তখন দরকার কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন নতুন কর্মীবাহিনীর। লিওনিদ ব্রেজনেভ ১৯৩৫ সালে ধাতুবিদ্যা-গত ইন্‌স্টিটিউট থেকে স্নাতক হলেন এবং নিজের জন্মস্থানে ফিরে এলেন ইস্পাত কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করার জন্য। তিন বছর পরে তিনি উন্নীত হলেন পার্টির একটি নেতৃপদে; দেশের অন্যতম সর্ববৃহৎ শিল্পাঞ্চল দনেপ্রপেত্রোভস্ক রিজিয়নের পার্টি কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন তিনি।

১৯৪১ সালের জুন মাসে যখন হিটলারের জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল তখন ব্রেজনেভ তাঁর প্রজন্মের লক্ষ লক্ষ লোকের মত যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন। যুদ্ধের বছরগুলিতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যবাহিনীতে থেকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। অষ্টাদশ বাহিনীতে তিনি বহু সামরিক অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল কৃষ্ণ সাগর উপকূলে নভোরোসিস্ক এলাকার বীরত্বপূর্ণ জল ও স্থল অভিযান। (ইতিহাসে এটি মালায়া জেমলিয়া—ক্ষুদ্র ভূখণ্ড নামে খ্যাত হয়েছে)।

যে সৈনিকরা পোলাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন এবং হাঙ্গেরী থেকে ফ্যাসিস্তদের বিতাড়িত করেছিলেন তাঁদের

মধ্যে ছিলেন চতুর্থ উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সামরিক-পরিষদের সদস্য ও রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল ব্রেজনেভ।

যুদ্ধের পরে জাপোরোঝিয়ে-র এবং পরবর্তীকালে উক্রাইনের দনেপ্রপেত্রোভস্ক রিজিয়নের পার্টি সংগঠনের নেতা হিসাবে লিওনিদ ব্রেজনেভ এই সকল অঞ্চলের আর্থব্যবস্থার পুনর্বাসনের জন্য একাগ্রচিত্তে সর্বশক্তি ও উদ্যোগ নিয়োগ করেছিলেন।

কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারিক কাজের এবং সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক কাজের অভিজ্ঞতা এক অনন্য সংগঠক হিসাবে এবং পার্টি ও সরকারের নেতা হিসাবে ব্রেজনেভের প্রতিভার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটাল। ১৯৫০-৫২ সালে মোলদাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হিসাবে লিওনিদ ব্রেজনেভ উক্ত প্রজাতন্ত্রের শিল্প ও কৃষির বিকাশ সাধনের এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের প্রধান কাজ সাফল্যজনকভাবে তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে সোভিয়েত কৃষিজাত পণ্যের বিপুল বৃদ্ধি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যখন পূর্বাঞ্চলে ব্যাপকহারে অহল্যা ভূমি উন্নয়নের কাজ চালানো হয়েছিল, লিওনিদ ব্রেজনেভকে তখন কাজাখস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিতে একটি কার্য নির্বাহক দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়। কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্রে সে সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল অংশ থেকে আসা উদ্যমশীল যুবক সাধারণের প্রচেষ্টায় নিযুত নিযুত একর জমি প্রথম চাষের আওতায় আসে এবং একটি নতুন বৃহৎ শস্য উৎপাদনকেন্দ্র সৃষ্টি হয়।

পরবর্তী বছরগুলিতে মস্কোয় পার্টির উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকে লিওনিদ ব্রেজনেভ সোভিয়েত ভারী শিল্প নির্মাণ-কর্মের অগ্রগতি এবং দেশের প্রতিরক্ষা-ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রচুর সময় ও মনোযোগ দিয়েছিলেন। সে সময়কার সোভিয়েত শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত কৃতির সুস্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে একজন সোভিয়েত মানুষ ইউরি গাগারিন কর্তৃক বিশ্বে সর্বপ্রথম মহাকাশ উড্ডয়ন। এই উড্ডয়ন মানব ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হিসাবে লিওনিদ ব্রেজনেভ মহাকাশ অনুসন্ধানের সঙ্গে সম্পর্কিত বহুমুখী কাজ সংগঠিত করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

লিওনিদ ব্রেজনেভ ১৯৫২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির

১৯তম কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন এবং পরে সভাপতি-মণ্ডলীর বিকল্প সদস্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হন। ১৯৫৭ সালের জুন মাস থেকে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি-মণ্ডলী হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির দু'টি পূর্ণাঙ্গ সভার অন্তর্বর্তীকালে সর্বোচ্চ সংস্থা (১৯৬৬ সাল থেকে এই সংস্থাটি কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো নামে পরিচিত)। একই সঙ্গে লিওনিদ ব্রেজনেভ রাষ্ট্রশক্তির উচ্চতর সংস্থার কাজে খুবই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬০-৬৪ এই সময় কালে সোভিয়েত জাতি সংঘের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার কালে শ্রমজীবী জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহের কাজের উন্নতি ঘটানোর প্রশ্ন নিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রীবন্ধন সম্প্রসারণের ব্যাপারে গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। আর ১৯৬৪ সালে সর্বোচ্চ পার্টি-পদে তাঁর নির্বাচনের পর তিনি সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে সোভিয়েত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাজকর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন।

১৯৬৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অক্টোবর মাসের পূর্ণাঙ্গ সভায় ব্রেজনেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক (১৯৬৬ সাল থেকে সাধারণ সম্পাদক) নির্বাচিত হন।

পার্টি ও সরকারের শীর্ষ পদে থেকে ব্রেজনেভ যে-কাজ করেছেন তার জন্য দরকার প্রচণ্ড ও নিবিড় কর্মোদ্যোগ। কর্মনীতির মূলনীতি ও প্রবণতাকে সহকর্মীদের সঙ্গে একযোগে বিশদ করা থেকে জাতীয় আর্থব্যবস্থার বিকাশ-সাধন, প্রতিরক্ষা-ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন এবং শ্রমজীবী জনগণের হিতব্যবস্থার নিয়ত উন্নতিবিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু বাস্তব প্রশ্নের সমাধানের জন্য পথনির্দেশ পর্যন্ত বহু সমস্যা, প্রশ্ন ও কর্তব্যসমূহ এর আওতায় পড়ে। অভ্যন্তরীণ কর্মনীতির ক্ষেত্রে কাজকর্মের পরিধি হচ্ছে এই রকম। লিওনিদ ব্রেজনেভের নাম বিশেষ করে সোভিয়েত জাতিসংঘে কৃষির মৌলিক অগ্রগতির কর্মসূচীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

মস্কোর ক্রেমলিন ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬১। সোভিয়েত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর তৎকালীন সভাপতি লিওনিদ ব্রেজনেভ ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

← ১৯৪৪। কার্পেথিয়ান অঞ্চল। অষ্টাদশ আর্মির কর্নেল ও রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান হিসাবে সৈন্যদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

কিরঘিজ প্রজাতন্ত্র। সেপ্টেম্বর, ১৯৭০। ফ্রুনজ কারখানার একটি শপে। ↓

একান্তচিত্তে বিশ্ব শান্তির আদর্শ অনুসরণ দ্বারা এবং সহযোগের সম্পর্কের ও ভিন্ন ভিন্ন [illegible] জনগণের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার [illegible] আলাপে ক্লান্তিহীন চেষ্টার দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যে ছবিগুলি ছাপা হয়েছে সেগুলি লিওনিদ ব্রেজনেভ-এর বহুমুখী কার্যকলাপের একটু আভাস পাওয়া যাবে।

↑ মস্কো, ২২ জানুয়ারি, ১৯৬৯। সোভিয়েত মহাকাশ বিজেতাদের সম্মানে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে।

→

২৭ নভেম্বর, ১৯৬৯। গোর্কি রিজিয়নে ইস্ক্রা যৌথ খামারের সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর পি. এফ. দিওমিনের সঙ্গে কথা বলছেন।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২। রুশ ফেডারেশনের নভোসিবির্স্ক-এ ভি. পি. চ্কালভ বিমান কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে। ↓

বালগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া, [illegible] সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। বালগেরিয়া প্রজাতন্ত্রের বীরের স্বর্ণ তারকা পুরস্কার এবং অর্ডার অব জর্জি দিমিত্রভ উপাধি গ্রহণ করছেন।

সামনের পৃষ্ঠায়
উপর থেকে নীচে ঃ

প্যারিস, ৩০ অক্টোবর, ১৯৭১। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জেস পঁপিদুর সঙ্গে।

ইয়াল্টা, 'ওরিয়ান্দা রিজিয়ন, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্ট-এর সঙ্গে আলোচনার প্রাক্কালে।

মস্কোর ক্রেমলিন, ২৬ মে, ১৯৭২। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে।

←মস্কো, ক্রেমলিনে কংগ্রেসসমূহের প্রাসাদ, ৩১ মার্চ, ১৯৭১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪শ কংগ্রেসে ভিয়েতনামের শ্রমজীবী জনগণের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক লে দ্যুয়ানের সঙ্গে করমর্দন করছেন।

↑ নয়াদিল্লী, ডিসেম্বর, ১৯৬১।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল
নেহরুর সঙ্গে।

← নয়াদিল্লী, ডিসেম্বর, ১৯৬১।
মৈত্রী উদ্যানে একটি মৈত্রী
বৃক্ষ রোপণ করছেন।

→
মস্কো, ১৬ জুলাই, ১৯৬৬।
খোলাখুলি ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার
প্রাক্কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে
অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

সোফিয়া, বালগেরিয়া। একটি ক্ষুদে বন্ধুকে আদর করছেন।

১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে ও ১৯৬৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ সভায় তার রিপোর্টে এই কর্মসূচীটি সূত্রবদ্ধ করা হয়েছিল। পার্টি কংগ্রেস ও উচ্চতম সরকারী স্তরে সমর্থিত হওয়ায় এই কর্মসূচী এখন সাফল্যজনকভাবে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৩তম কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেঝনেভ কর্তৃক উপস্থাপিত কেন্দ্রীয় কমিটির মূল রিপোর্টে সোভিয়েত জাতিসংঘের অর্থনৈতিক বিকাশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান কর্তব্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হয় এবং কমিউনিজম-নির্মাণকর্মের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আরো বিকাশসাধন করা হয়।

পার্টি ও সমগ্র সোভিয়েত জনগণের জীবনে একটি প্রধান ঘটনা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস। ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির মূল রিপোর্টে পার্টি ও দেশ বিগত পাঁচ বছরে যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তা পর্যালোচনা করা হয় এবং পার্টির অর্থনৈতিক কর্মনীতির ও বর্তমান পর্যায়ে সোভিয়েত সমাজের বিকাশের প্রধান প্রশ্নগুলি আলোচনা করা হয়। এই রিপোর্ট কংগ্রেসে উপস্থাপিত করেন লিওনিদ ব্রেঝনেভ।

লিওনিদ ব্রেঝনেভ কংগ্রেসে উল্লেখ করেছিলেন যে, অর্থনৈতিক কর্মনীতির ক্ষেত্রে পার্টির লাইন সোভিয়েত জনগণের জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নত করার জন্য পরিকল্পিত। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পসহ ভারী শিল্পের বিকাশের দিকে মনোযোগ ঢিলা না দিয়ে জনগণের কল্যাণের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটানোকে পার্টি তার সমগ্র অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রধান বাস্তব কর্তব্য হিসাবে উপস্থিত করছে। তিনি বলেছেন, এই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য আর এটা অর্জন করার জন্য আমাদের আর্থব্যবস্থার সহজাত সকল সম্ভাবনার, সকল নিহিত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে। সামাজিক কর্মনীতির ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির লাইন হচ্ছে—সোভিয়েত সমাজের ঐক্য আরো জোরদার করা, যারা সোভিয়েত সমাজ গঠন করেছে সেই সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীগুলিকে এবং জাতি ও অধিজাতিগুলিকে আরো ঘনিষ্ঠ করে তোলা। এটা হচ্ছে সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্র অটলভাবে বিকাশসাধনের ও সরকারী ব্যাপারে জনগণকে

অধিক সংখ্যায় টেনে আনার লাইন : এ হচ্ছে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আরো বিকাশের, সোভিয়েত মানুষের আরো বৌদ্ধিক বিকাশের লাইন।

আন্তর্জাতিক-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সোভিয়েত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যের কাজ ব্যাপক ও বহুমুখী-চরিত্রের।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সুসঙ্গত অবস্থানকে ব্যক্ত করে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে লিওনিদ ব্রেঝনেভ অবিচলভাবে সেই মূল নীতিগুলির প্রতি অনুগত, যে নীতিগুলি সোভিয়েত রাষ্ট্রের মহান প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন কর্তৃক সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হিসাবে নির্দেশিত হয়েছিল। এই নীতিগুলি হচ্ছে শান্তি, মৈত্রীর নীতি, ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক কল্যাণকর সহযোগিতার নীতি, ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার নীতি। এই কর্মনীতি হচ্ছে সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকার ও স্বার্থের উপর সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশবাদীদের আগ্রাসনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করার নীতি। অপর কথায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক অনুসৃত এই কর্মনীতি সারা দুনিয়ায় রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কর্মনীতি হিসাবে পরিচিত।

এই কর্মনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লিওনিদ ব্রেঝনেভ শান্তি ও মৈত্রী দৌত্যের এবং রাষ্ট্রীয় ও সরকারী প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসাবে ইওরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বহুবার সফর করেছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকারী বহু বিদেশী নেতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংহতি ও তাদের মধ্যেকার সহযোগিতা আরো বিকাশের জন্য, শান্তি ও জাতিসমূহের নিরাপত্তার স্বার্থে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের যৌথ ক্রিয়াকলাপের জন্য এল. আই. ব্রেঝনেভ গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত।

বর্তমান সময়ের সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও উদ্যোগ ব্রেঝনেভের বিভিন্ন বিবৃতির মধ্যে সূত্রাকারে বিধৃত হয়েছে। ২৪তম পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টের সংশ্লিষ্ট অংশে বিশেষভাবে এর এক ঘনীকৃত প্রকাশ ঘটেছে। এই অংশটি এখন বহু দেশে সোভিয়েত শান্তি কর্মসূচী হিসাবে পরিচিত।

শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুপ্রতিবেশীসুলভ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করার সমস্যা সম্বন্ধে লিওনিদ ব্রেঝনেভ বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত।

ভারতীয় জনগণের কাছে লিওনিদ ব্রেঝনেভ সুপরিচিত। তিনি যখন সোভিয়েত জাতিসমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন সে সময় ১৯৬১ সালে ভারত সফর করেছিলেন। পক্ষকাল ধরে ভারতীয় জনগণের অতিথি হিসাবে এদেশে অবস্থানকালে তিনি দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আগ্রা ও জয়পুর পরিদর্শন করেন। তিনি আঙ্কলেশ্বর তৈল ক্ষেত্র এবং নেইভেলি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রও পরিদর্শন করেছিলেন। এ দুটি প্রকল্প ফলপ্রসূ সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতার অনন্য কীর্তিস্তম্ভ।

ভারতে শিল্প প্রসারের দ্রুত হারে এবং কৃষি উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে লিওনিদ ব্রেঝনেভ প্রায়শই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সামাজিক রূপান্তরণের যে প্রক্রিয়া ভারতে শুরু হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে প্রধানত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অর্জিত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য। তার বর্ধমান মর্যাদার দরুন ভারত এখন বিশ্বের ঘটনাবলীতে, বিশেষ করে এশিয়ার ঘটনাবলীতে আরো বেশি সক্রিয় ও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে। ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর উজবেক প্রজাতন্ত্রকে জাতিসমূহের মৈত্রী অর্ডার প্রদান উপলক্ষে লিওনিদ ব্রেঝনেভ মন্তব্য করেছিলেন, "এশিয়ার ভবিতব্য নির্ধারণে ভারত নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই দেশটির সঙ্গে আমাদের শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগের এক চুক্তি রয়েছে। একে আমরা এক দীর্ঘ মেয়াদী, ভালো ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করি। বিশ্ব রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারত বহু মূল্যবান অবদান রেখেছে এবং আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে যে তার ভূমিকা আরো বাড়বে। সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী প্রতি বছরই আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতে এই লক্ষ্যে এমন সব নতুন নতুন পদক্ষেপ ঘটবে যা আমাদের দুই দেশের মানুষের পক্ষে এবং বিশ্বজনীন শান্তির আদর্শের পক্ষে তা মহাকল্যাণকর হবে।"

যুদ্ধের বছরগুলিতে ও শান্তিপূর্ণ কালে লিওনিদ ব্রেঝনেভের কাজকর্মকে দেশ সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে ভূষিত করেছে। তিনি হচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের

বীর, সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর এবং চারটি লেনিন অর্ডার ও অন্যান্য অর্ডার ও পদকের অধিকারী। এ বছর এপ্রিল মাসে তিনি "জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি প্রবর্ধনের জন্য" আন্তর্জাতিক লেনিন শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন।

লিওনিদ ব্রেঝনেভ জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। প্রায়ই তিনি শ্রমিক, যৌথ খামারের চাষী, সেনাবাহিনীর লোকজন ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন। সোভিয়েত জনগণের মধ্যে তিনি পেয়ে থাকেন যথা-যোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধা। যাঁরা তাঁকে চেনেন তাঁরাই জানেন যে তিনি হচ্ছেন একজন বিনয়ী, কৃত্রিমতাশূন্য, বন্ধুবৎসল ও অমায়িক ব্যক্তি।

■